SANATANODAYA সনাতনোদয়
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত কর্মযোগীর ধর্ম : একটি সমীক্ষা

সুপ্রিয়া দাস

গবেষিকা ছাত্রী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

সপ্তশতী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* সনাতন ভারতীয় শাশ্বত প্রজ্ঞার অতুলনীয় সৌরভ। শ্রীভগবান বাসুদেবের অমিয় উপদেশামৃতের সঙ্কলন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। অমিত বুদ্ধি পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই উপদেশামৃতের অনুলেখক। আর ঈশ্বর কৃপাধন্য শ্রীমান অর্জুন এই ঐশীবাণীর শ্রোতা। সাংখ্যযোগে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এই তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞান ও কর্মতত্ত্ব, মিথ্যাচারী, জ্ঞানীর অবস্থা, কর্মযোগের কৌশল ও স্বধর্মপালনের মহত্ব শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেন। সব জেনেও মানুষ কেন পাপকর্মে লিপ্ত হয়- অর্জুনের এই সঙ্গত ও সময়োপযোগী জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীভগবান কাম ও ক্রোধকে সকল পাপের মূলরূপে চিহ্নিত করে, তার থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করেছেন।

সূচক শব্দ– *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কর্মযোগ,* কর্মযোগীর ধর্ম ।

বিশ্ব সংস্কৃতিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*- এর ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। পণ্ডিত- মূর্খ, ধনী- দরিদ্র, কৃষক- শ্রমিক, যোগী- ভোগী, নরনারী সর্বশ্রেণির মানুষেরই জীবনের পাথেয় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*- তে পাওয়া যায়। এমন সর্বজনীন এবং সার্বকালিক গণসাহিত্য পৃথিবীতে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় আর নেই। তাই যে যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বের প্রায় সব মনীষী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, জীবনের সব সমস্যার সমাধান গ্রন্থ হল *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* কোনো সম্প্রদায়বিশেষের গ্রন্থ নয়, সমগ্র বিশ্বের সমাদৃত গ্রন্থ। এইজন্য বিশ্বের সব ভাষায় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনূদিত হয়েছে। সপ্তশতী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* সনাতন ভারতীয় শাশ্বত প্রজ্ঞার অতুলনীয় সৌরভ। শ্রীভগবান বাসুদেবের অমিয় উপদেশামৃতের সঙ্কলন।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

অমিতবুদ্ধি পরাশরনন্দন মহর্ষি কুরুদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই উপদেশামৃতের অনুলেখক। আর ঈশ্বর কৃপাধন্য শ্রীমান অর্জুন এই ঐশীবাণীর শ্রোতা।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে ভোগেশ্বর্যের লালিমাপ্রাপ্ত রাজজীবন এমন কি সাধারণ গৃহস্থাজীবন- সর্বত্রই এই মহাগ্রন্থের স্থির ও স্নিগ্ধ আলোর উদ্ভাস পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাব-সেনাপতি। গীতার আদর্শকে ধ্রুবতারা করেই ক্ষুদিরাম, বিনয়- বাদল- দীনেশ, প্রদ্যোত, দামোদর চাপেকার প্রমুখ ভারতমাতার বীর সেনানীবৃন্দ বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য বিনোবা ভাবে প্রমুখ চিন্তানায়ক *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* অসামান্য প্রতিভা ভারতীয় জাতীয় জীবনকে কিভাবে আবহমানকাল ধরে প্রভাবিত করে আসছে- তার বর্ণনা দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে রচিত হলেও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* শুধুমাত্র ন্যায় যুদ্ধের, ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকে নি, ব্রহ্ম থেকে কীটপরমাণু পর্যন্ত সর্বপ্রাণিজগতের প্রতি সমদর্শনের মাধ্যমে বৃহত্তম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠারও উদ্‌গাতা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-

'বিদ্যাবিনয সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।' (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৫/১৮)

সপ্তশতী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে চতুর্থ অধ্যায় 'জ্ঞানযোগ' নামে খ্যাত। এই জ্ঞানযোগে 'জ্ঞান' সাংখ্যপ্রবর্তিত 'জ্ঞান' নয়, নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়ক জ্ঞানই এখানে লক্ষ্য। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্বলতারূপ মূঢ়তা থেকে পরিত্রাণ করে যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রবৃত্ত করার লক্ষ্যেই ভগবান বাসুদেবের শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* বর্ষিত হয়। অনন্ত রহস্যময় গীতার অভিপ্রায় কোন প্রাকৃতবুদ্ধিগম্য নয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ব্যাখ্যায় অনেক সময় দিগ্বিজয়ী বিদ্বান ও তত্ত্বালোচকগণের বাণীও কুণ্ঠিত হয়ে যায়। কারণ এর পূর্ণরহস্য তো একজনই জানেন- তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এরপর যিনি জানেন, তিনি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* অনুলেখক, অমিতবুদ্ধি শ্রী বেদব্যাস। আর কিছুটা জানেন শ্রীমান অর্জুন। মর্ত্যীয় মানব 'জ্ঞাননিষ্ঠা' ও 'যোগনিষ্ঠা' সহায়ে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের মাধ্যমে গীতার জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সর্বোপরি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* লাভের তুরীয় পন্থা হলো ভক্তি। ভক্তি ভজ্ ধাতু নিষ্পন্ন। ভজ্ ধাতুর অর্থ আত্মসমর্পণ। শ্রী ভগবানে সম্পূর্ণতয়া আত্মসমর্পণের দ্বারাও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* জ্ঞান লাভ হতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হয়ে যাও, আমাকেই

SANATANODAYA সনাতনোদয়
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

যজন কর, আমাকে প্রণাম কর। এভাবে নিজেকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে আমার পরায়ণ হয়ে তুমি (অর্জুন) আমাকেই লাভ করবে।[1]

শুধু তাই নয়, বিশ্বের সকল মানুষকেই তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়েছে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*- 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'[1]। কর্তব্য পালনে যেমন জীবনে প্রতিষ্ঠা আসে, তেমনি কর্তব্যের অপালনে বা অকর্তব্য পালনে আসে অভিশাপ- জীবনের দুর্যোগ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* কর্মদর্শনেরও প্রবক্তা। যে কোন পদার্থের জ্ঞানের পূর্বে পদের জ্ঞানের প্রয়োজন। পূর্বে তাই ধর্ম আর কর্মের কি সম্বন্ধ তার ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র। ধর্ম শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হলেও ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বৈদিকী শিক্ষার আলোকে ভারতীয় জীবনকে পরিশীলিত করে পরম পুরুষার্থ লাভের পথ প্রশস্ত করা। ধর্ম অভিপ্রেত ফল বর্ষণ করে বলে ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম বৃষরূপে কল্পিত। আর ভগবান শঙ্কর তাই বৃষকেতু।

প্রত্যেক ধর্মসূত্রেই বেদকে ধর্মের মূল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম বলেন- বেদ ধর্মের মূল। তেমনি বেদজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের উপদেশ ও আচরণও ধর্মের উৎস। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- 'উপদিষ্টো ধর্মঃ প্রতিবেদম্। স্মার্তঃ দ্বিতীয়া। তৃতীয়ঃ শিষ্টাগমা'- বেদের উপদেশ প্রথম ধর্ম, স্মৃতি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হলো নিষ্কাম, ত্যাগী জ্ঞানীদের উপদেশ। মহর্ষি বসিষ্ঠ বলেছেন- 'শ্রুতি স্মৃতিবিহিতো ধর্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। শিষ্টঃ পুনরকামাত্মা'- শ্রুতি ও স্মৃতির বিহিত আচরণই ধর্ম। তদভাবে শিষ্ট ব্যক্তিদের উপদেশই ধর্ম। মহর্ষি মনু ধর্মের স্বরূপ বর্ণনায় বলেন-

'বেদোহখিলধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদবিদাম্।

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।।'[1]

অর্থাৎ, বেদ সমস্ত ধর্মের মূল। বেদজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের উপদেশ ও আচরণও ধর্ম। তাছাড়া যে কর্মে আত্মতুষ্টি সম্পাদিত হয়, তাও ধর্ম। সূত্রসাহিত্যেও ধর্মের মনোরম পরিভাষা পাওয়া যায়। *পূর্বমীমাংসায়* মহর্ষি জৈমিনি ধর্মের বেদবিহিত প্রেরক লক্ষণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বৈদিক বিধান অনুসারে জীবনাচরণই ধর্ম- চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' (*পূর্বমীমাংসা সূত্র*- ১.১.২)। *বৈশেষিকসূত্র*- এ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিকে ধর্ম বলা হয়েছে- 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যতোহভ্যুদয নিশ্রেযসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'। *(বৈশেষিকসূত্র,* ১.১.১- ২) মনুসংহিতায় সজ্জন বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বিবেচনাপ্রসূত কর্মকেও ধর্ম বলেছেন-

SANATANODAYA সনাতনোদয়
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদভির্নিত্যমদ্বেষরাগভিঃ।

হৃদযেনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত।। (*মনুসংহিতা*, ২.১)

এমনই একজন বিদ্বান হলেন শ্রীকৃষ্ণ তারই বিবেচনা লব্ধ অমৃত স্থান পেয়েছে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়*। সে শাস্ত্র হোক বা মানবধর্ম সর্বত্র এক সার্বজনীন নিয়ম রয়েছে। যার বশবর্তী স্বয়ং ঈশ্বরও। আর ঈশ্বরও এই ইহলোকে মানবধর্মই পালন করেন এবং সেই অনুরূপ উপদেশও প্রদান করেছেন। বিবিধ শাস্ত্রের ব্যবহারাধ্যায়ে যেভাবে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম আলোচিত হয়েছে তাতে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে ক্ষত্রিয় রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করে। অভিষেকাদিক্রিয়াসম্পন্ন রাজার তখন মুখ্যকর্তব্য প্রজাপালন। প্রজাপালন ও রাষ্ট্ররক্ষণই রাজার পরম ধর্ম। প্রাড্বিবাকের সাথে ব্যবহার দর্শন, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে রাষ্ট্ররক্ষণ ও প্রজাপালন, মন্ত্রপঞ্চাঙ্গ সহ দূত- অমাত্য প্রভৃতির নিয়োগ ও বর্ণাশ্রমবিধির প্রতিপালন ব্যবহার পর্যায়ের মুখ্য কর্তব্য।

তেমনিভাবেই কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ৩য় অধ্যায়ে যার নাম কর্মযোগ। এখানে 'যোগ' বলতে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'[1] ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্তব্য সম্পাদনই নিষ্কাম কর্মযোগ। অনাসক্ত ভাবে কর্ম ফল পরমাত্মায় অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনই নিষ্কাম কর্মযোগ।

অতি প্রাচীন ও অব্যয় কর্মযোগ কল্পারম্ভে শ্রীভগবান পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে বিবস্বান্ সূর্যকে প্রথম শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিবস্বান্ সূর্য পরে মানবকুলের পুরোধা প্রতিনিধি নিজপুত্র মনুকে এবং মনু নিজপুত্র ইক্ষাকুকে এই কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে জনক প্রভৃতি কর্মযোগী রাজর্ষিগণ এই নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা করেছিলেন। ইহাই কর্মযোগের পরম্পরা। সমগ্র *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* কর্মযোগের যেমন বিস্তৃতরূপ, তেমনি চিরকালীন উপদেশ। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎকে কল্যাণময় রাখা ঈশ্বরেরই কর্তব্য। কিন্তু জগতের কর্তা হয়েও স্বরূপতঃ তিনি অকর্তা। তিনি সারথি, তিনি উপদেষ্টা, তিনি পথপ্রদর্শকমাত্র। লোকশিক্ষার জন্য এই পৃথিবীর কোন প্রতিনিধিকে দিয়েই তাঁর উদ্দিষ্ট কার্য তিনি করাবেন। সেজন্যই গীতার একাদশ অধ্যায়ে তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন- 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন'। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১১/৩৩)

শ্রীভগবান তাঁর কার্যনিমিত্ত অর্জুনকে সামনে রেখে অধর্মের অবসান ঘটিয়ে সত্যধর্মের প্রতিস্থাপন করবেন।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

কিন্তু অর্জুন যুদ্ধে আত্মীয়বধ কল্পনা করে যুদ্ধে পারম্মুখ হতে চাইছেন। সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়*। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ৩য় অধ্যায়ের ৩নং শ্লোকে যখন ভগবান দুটি পন্থার কথা বলে তার মধ্যে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বললে অর্জুন বলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্দেহসূচক প্রতীয়মান বাক্যের দ্বারা তার মন ও বুদ্ধিকে ভ্রান্ত করছেন[1]।

তখন যে ভাবে অর্জুনকে বুঝিয়ে স্বধর্মের নিমিত্ত কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন তা সত্যই বিস্ময়াবহ। জ্ঞান শব্দে শাস্ত্রশিক্ষায় আলোকিত বিবেকজ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে মহাশক্তি রয়েছে, তাঁকে জানাই জ্ঞান। এই জ্ঞান পরম পবিত্র- 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ৪/৩৮)

কারণ জ্ঞানেই মোহের বিনাশ ঘটে। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলেই কেবল ফলাসক্তি বর্জন করে নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন সম্ভব। কর্তব্যের কাছে ভাই- বন্ধু কেহ নেই। আত্মীয়কে- পর না ভেবে অনাসক্তভাবে কর্মসম্পাদনই নিষ্কাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগই এখানে জ্ঞান নামে অভিহিত। পরমেশ্বর স্বয়ং কল্পারম্ভে বিবস্বান্ সূর্যকে এই কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরে সূর্য থেকে মনু, মনু থেকে ইক্ষাকু ও পরবর্তীকালে রাজর্ষিগণ এই কর্মযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[1] বহুকালের ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মযোগ আবার অর্জুনকে ব্যাখ্যা করেছেন।

স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিরূপা জড়প্রকৃতিকে বশীভূত করে মায়াশক্তি বলে জগতের প্রয়োজনে আবির্ভূত হন। তিনি অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে ন্যায়ধর্ম স্থাপনের মাধ্যমেই পাপীদের বিনাশ ও পুণ্যবানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। ঈশ্বরের এই দিব্য জন্ম ও কর্ম কেবলমাত্র জ্ঞানতপস্যার দ্বারাই উপলব্ধ হয়। জ্ঞানতাপসগণ সর্বতভাবে ঈশ্বরকর্মই সম্পাদন করেন, কারণ বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত সকল কর্মই ঈশ্বরকর্ম। জ্ঞান ও কর্ম- উভয় সাধনার দ্বারাই জ্ঞানী আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তবে সাংখ্যযোগীগণ জ্ঞানের দ্বারা আর কর্মযোগীগণ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। তবে উভয়মার্গের মধ্যে কর্মযোগের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ত্বরান্বিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ জগৎকর্তা হয়েও প্রকৃতপক্ষে তিনি অকর্তা। কারণ ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়- বৈশ্য- শূদ্ররূপ মানুষ তিনি সৃষ্টি করেন নি। গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষই স্রষ্টা। ফলে তিনি কর্মফলে কখনো লিপ্ত হন না, বা কর্মফলে তাঁর কোন স্পৃহাও নেই। এভাবে নিষ্কাম কর্মযোগ জেনে মুমুক্ষু যোগী কর্মে প্রবৃত্ত হন। কর্মতত্ত্ব অতীব দুর্জেয়। জ্ঞানীগণও কর্মতত্ত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নন। শ্রী ভগবান এই দুর্জেয় কর্মতত্ত্বই এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করছেন। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম তিনটি কর্মের গতি প্রকৃতি জেনে বিকর্মকে পরিত্যাগ

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

করে কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম যিনি জানেন তিনিই প্রকৃত বিচক্ষণ। অনাসক্তভাবে কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করে কর্ম সম্পাদিত হলে সেই কর্মের ফলে যোগী আবদ্ধ হন না। কারণ নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যোগীর সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয়ে যায়। বাসনা পরিত্যাগপূর্বক জিতেন্দ্রিয় সাধক শরীরধারণের জন্য যে কর্ম করেন, তাতে কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না।

নিষ্কাম কর্মযোগী কোন সম্পদপ্রাপ্তির আশায় থাকেন না, লাভে এবং অলাভে সমদর্শী হন এবং সর্বতোভাবে ঈর্ষাশূন্য হন। আত্মস্বার্থে কর্মযোগীর কর্ম সম্পাদিত হয় না, লোককল্যাণেই তিনি কেবল কর্ম করেন। বিশ্বকল্যাণে সম্পাদিত কর্মযোগীর কর্ম যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। এই যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ। পরমাত্মায় নিজ চিত্তকে স্থির রাখতে যোগী প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করবেন। এই প্রাণায়াম যজ্ঞে কোন কোন যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর, আবার অন্যেরা প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর হোম করেন। প্রাণায়াম পরায়ণ যোগীগণ প্রাণ এবং অপানের গতি রুদ্ধ করে প্রাণেই প্রাণের হবন করেন। এভাবে তাঁরা প্রাণায়াম যজ্ঞের দ্বারা পাপবিনাশপূর্বক যজ্ঞবিদ হয়ে ওঠেন। এরপর শ্রীভগবান যজ্ঞের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে বলেন যে, নিষ্কাম কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে যোগীগণ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতের অধিকার লাভ করেন। অনন্ত জ্ঞানের আধার বেদে এরকম আরও লোককল্যাণরূপ যজ্ঞ বিহিত হয়েছে। অর্জুনও এই যজ্ঞতত্ত্ব জেনে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। সকল যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। অর্জুন অধিকারী আচার্যদের প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার মাধ্যমে তাঁদের নিকট নিষ্কাম কর্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। এই জ্ঞান লাভ করলে অর্জুনের আর আত্মীয়- পর- এরকম ভেদবুদ্ধি থাকবে না।

সর্বভূতে একই পরমাত্মাকে দর্শন করে বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত অর্জুন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন। অর্জুন শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তত্ত্বদর্শীজ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ করে, সমস্ত রকমের সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে অমৃতফললাভের জন্য শ্রীভগবান্ অর্জুনকে আহ্বান জানিয়ে বলেন-

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।

ছিত্ত্বৈনং সংশযং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪/৪২)

কর্মযোগ শ্রেষ্ঠযোগ। কর্ম বলতে নিষ্কাম কর্মকে বোঝায়। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনই নিষ্কাম কর্ম। আর দেহাভিমান পরিত্যাগ করে বিষয়ভাবনা হতে মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় মন স্থির

SANATANODAYA সনাতনোদয়
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

করে নিষ্কাম কর্মসম্পাদনই হলো কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মযোগ সহজসাধ্য নয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধ্য। নিরন্তর অভ্যাস ও কর্মযোগীদের উপদেশ অনুসারে এই যোগ সাধন করতে হয়। জ্ঞানীদের উপদেশবলেই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্যক্ ভাবে জেনে কর্মমার্গে সাধককে অবতীর্ণ হতে হয়, কারণ কর্মমার্গ অত্যন্ত দুর্জেয়-

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪/১৭)।

সাধকের মনে কর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও রুচি জাগরণের জন্য কর্মতত্ত্বের প্রকৃতি ব্যাখা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদনকারী। সকল প্রকারের কামনা- বাসনা বর্জন করে, শাস্ত্র সম্মত উপায়ে বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্যই কর্মযোগিগণ কর্ম সম্পাদন করেন। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয় বলে জ্ঞাণিগণও কর্মযোগীকে প্রকৃত পণ্ডিত বলেই জানেন। কর্তব্যকর্মে ও তার ফলে কোন রকম আসক্তি না রেখে, পরমাত্মায় নিত্যতৃপ্ত হয়ে কর্মযোগীকে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করতে হয়।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তো'পি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪/২০)।

অন্তঃকরণ সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে, ফলের প্রতি কোন কামনা বা প্রত্যাশা না রেখে কর্ম সম্পাদন করলে, কর্ম যোগীকে কখনো কোন পাপ স্পর্শ করতে পারে না। স্বয়ং আগত সম্পদে সন্তুষ্ট থেকে, শীত- গ্রীষ্ম প্রভৃতি বিরুদ্ধ অবস্থা সহ্য করে, সর্বতোভাবে ঈর্ষাশূন্য যোগী কর্ম করলেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন না। আসক্তি ও দেহাভিমানশূন্য হয়ে, সর্বভূতে সমদর্শন পূর্বক কর্মসম্পাদনে, যোগীর সমস্ত কর্মই পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে- 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'- অণু থেকে বৃহৎ- সবই ব্রহ্মময়। যজ্ঞে অর্পণ অর্থাৎ সুবর্ণাদি, হোমযোগ্যবস্তু এবং ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতিপ্রদানরূপ কর্মও ব্রহ্ম। এমনকি ব্রহ্মকর্মে স্থিত যোগীর দ্বারা প্রাপ্য ফলও ব্রহ্ম। যজ্ঞশব্দ কর্মবাচী। আত্মজ্ঞান লব্ধ সাধক সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে, যে কর্ম সম্পাদন করেন তা যজ্ঞেরই সমতুল। কর্মযোগী যজ্ঞরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ এবং শব্দ প্রভৃতি বিষয় সমূহ আহুতি প্রদান করেন এবং কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে জগৎ কল্যাণে কেবল কর্ম সম্পাদন করেন- 'শব্দাদীন বিষযানন্য ইন্দ্রিযাগ্নিযু জুহ্বতি'। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪/২৬)

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহাভিমানে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে ক্ষুদ্র। কারণ তখন কর্মে মমত্ববোধ, অহঙ্কার, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি থাকে। সেই সময়ে সম্পাদিত কর্ম বিকর্ম নামে অভিহিত হয়। এই বিকর্মে বিশ্বকল্যাণ তো দূরস্থান, ব্যক্তিকল্যাণও বিঘ্নিত হত। কিন্তু মমত্ব, অহঙ্কার, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি বর্জন করে, ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে, অসীম বৃহতে অবস্থান পূর্বক পরমাত্মায় মন স্থাপন করে, কর্মযোগী যে কর্ম করেন, সেই কর্ম- সুকর্ম। এইরূপ কর্মে কখনো যোগী আবদ্ধ হন না। ঈশোপনিষদে তাই বলা হয়েছে-

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতো'স্মিন্ ন কর্ম লিপ্যতে নরে।। (*ঈশোপনিষদ্*, ২নং শ্লোক)

শ্রুতির সিদ্ধান্ত কর্ম করতেই হবে, কর্মহীন হয়ে বাঁচা যায় না। কিন্তু কোন্ কর্ম করতে হবে? 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'- নিজের মুক্তি ও জগৎ কল্যাণ সাধিত হয় যে কর্মে তাই করতে হবে- আর ইহাই সুকর্ম। ইহাই কল্যাণকারী কর্ম।

জগৎ ব্রহ্মময়, আর ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম না করতে পারলে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে জগৎকল্যাণে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমেই সকল সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে কর্মযোগী সচ্চিদানন্দঘন পরম ব্রহ্মকে লাভ করতে পারেন। নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমেই সাধক বিশ্বকল্যাণ সাধন করে নিজেকে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করতে পারেন। তাই শ্রীভগবান কর্মযোগের প্রশংসা করে বলেছেন-

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তযোস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৫/২)

আবার শ্রদ্ধাশূন্য কর্মও অকর্ম নামে অভিহিত হয়-

অশ্রদ্ধযা হুতং দত্তং তপস্তপ্তঃ কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যত পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৭/২৮)

অর্থাৎ, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবই অসৎ। এরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কিছুই থাকে না।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

নিষ্কাম কর্মযোগ অধিগত করতে হলে কর্মতত্ত্ব সম্যক্ রূপে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত ব্যাপার অনুষ্ঠান যদিও কর্ম, তথাপি তার ভেদ সমূহ কর্মযোগীকে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম কখন কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তা কেবল তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণই জানেন। তাঁদের উপদেশ মেনেই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম সম্পাদন করতে হবে। অনুরূপভাবে বিকর্মের স্বরূপও জানা প্রয়োজন। অপরের অনিষ্ট করে নিজের ইষ্ট সাধন বিকর্ম। কিন্তু পশুযাগে প্রাণীহত্যা পাপ নয়। তেমনি অকর্ম বিষয়েও সাধককে অবহিত হতে হবে। বিহিত কর্মের ত্যাগই অকর্ম।

সাংখ্যযোগে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞান ও কর্মতত্ত্ব, মিথ্যাচারী, জ্ঞানীর অবস্থা, কর্মযোগের কৌশল ও স্বধর্মপালনের মহত্ব শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেন। সব জেনেও মানুষ কেন পাপকর্মে লিপ্ত হয় –

অথ কেন প্রযুক্তো'যং পাপং চরতি পূরুষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৩/ ৩৬)

অর্থাৎ, অর্জুনের এই সঙ্গত ও সময়োপযোগী জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীভগবান কাম ও ক্রোধকে সকল পাপের মূলরূপে চিহ্নিত করেছেন- যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ কামনার দ্বারা বিবেকরূপ বুদ্ধি আবৃত থাকে। কাম হল জ্ঞানীর চিরশত্রু। এই কাম আগুনের মতো সর্বগ্রাসী ও দুষ্পূরণীয়। সেই কামরূপ তৃষ্ণার দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে। কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগ দ্বারা কামনা কখনো নিবৃত্ত হয় না। ঘৃত প্রদান করিলে যেমন অগ্নি বর্ধিত হয়, সেইরূপ উপভোগের দ্বারা বাসনার বৃদ্ধি হয়-

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৩/৩৭),

তার থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করেন। যে শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করে বুদ্ধিরও দ্রষ্টা পরমাত্মাকে জানা গেলে কাম নামক দুর্জয় শত্রুকে জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ সম্ভবপর হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলেছেন-

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৩/৪৩)

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

কর্মতত্ত্ব দুর্জেয় হলও অজ্ঞেয় নয়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই এবিষয়ে উপদেশ করতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানিগণ অনেক সময়ই কর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী অধিকারী আচার্যগণই দুজ্ঞেয় কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ব্যক্তি-

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবযো'প্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে'শুভাৎ।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪/১৬)

তেমনই আচার্য পদবাচ্য হলেন যোগেশ্বর কৃষ্ণ। যিনি যোগারূঢ় হয়ে অর্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত আপামর মানবজাতির সকল মানবিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যার যথাযথ মননে আচারে অনুশীলনে মানবের কল্যান অবশ্যম্ভাবী। যা এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই আচার্য শংকর রূপ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে চরম সংসারী মানুষের চরম দুদর্শা থেকে মুক্তির উপায় এই যোগেশ্বর কৃষ্ণ প্রোক্ত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* কর্মযোগ।

তথ্যসূত্র:

i. মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ,৯/৩৪)
ii. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ,২/৪৭।
iii. মনুসংহিতা, ২.৬।
iv. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ,২/৪৭।
v. ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহযসীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়ো'হমাপ্নুযাম।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ,৩/২)।
vi. ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যযম্
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকুকবে'ব্রবীত্।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ,৪/১)।

গ্রন্থপঞ্জি

অনির্বাণ। *উপনিষৎ-প্রসঙ্গ* (প্রথম খণ্ড)। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬।
--।-। (দ্বিতীয় খণ্ড)। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।
--।-। (তৃতীয় খণ্ড)। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।
অনির্বাণ। *বেদ-মীমাংসা* (১ম খন্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো , ২০০৬। মুদ্রিত।
অমরসিংহ। *অমরকোশ*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি। *অমরকোষ বা অমরার্থচন্দ্রিকা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,১৪১৭ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

ঈশোপনিষদ্। সম্পা. যদুপতি ত্রিপাঠী। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন, ২০১৭ (দশম মুদ্রণ) (প্রথম প্রকাশ ২০০৬)।

উপনিষদ্ (প্রথম ভাগ)। সম্পা. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৫ (অষ্টম মুদ্রণ)।

উপনিষদ্। সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ) (অখণ্ড সং ১৯৮০)।

ঋগ্বেদ সংহিতা। অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। সম্পা. নিমাইচন্দ্র পাল। কলকাতা: সদেশ, ২০০৭। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, জনেশ রঞ্জন। *ধর্ম শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন্, ২০১৬ (প্র. প্রকাশ)।

বেদান্তদর্শনম্। সম্পা. দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। কলিকাতা: বি. পি. এম.'স্ প্রেস, ১৩৭৬।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও দীনেশচন্দ্রভট্টাচার্য্য। *ভারতীয় দর্শন কোষ* (বেদান্ত) তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় ভাগ)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৪।

----। *ভারতীয় দর্শন কোষ* (বেদান্ত) তৃতীয় খণ্ড (প্র. ভাগ)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অনু.গায়ত্রী বন্দোপাধ্যায়। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস, ১৪১২ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অনু. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। সম্পা. স্বামী জগদানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২৪(১২তম পুনর্মুদ্রণ) (৯ম সং. ২০১৯)। মুদ্রিত।